



10839 - ঈমানের রুকন ও ঈমানের শাখাসমূহ

প্রশ্ন

ঈমান হচ্ছে- আল্লাহর প্রতি ঈমান, ফরেশেতাদের প্রতি ঈমান, কতিবসমূহের প্রতি ঈমান, শেষে দবিসের প্রতি ঈমান ও ভাল-মন্দে তাকদীরের প্রতি ঈমান। আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের বাণী হচ্ছে: “ঈমানের শাখা সত্তরাধিকি”। এতদুভয়ের মাঝে আমরা কতিবে সমন্বয় করতে পারি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ঈমান বলতে যা আকদি সটোর মূলভিত্তি ছয়টি। যে ভিত্তিগুলো হাদিসে জব্রাইল-এ জব্রাইল (আঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্নের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত হয়েছে, যে: “ঈমান হচ্ছে: আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, ফরেশেতাদের প্রতি ঈমান আনা, রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা, শেষে দবিসের প্রতি ঈমান এবং ভাল-মন্দে তাকদীরের প্রতি ঈমান।”[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

পক্ষান্তরে, যে ঈমান আমল ও আমলের প্রকারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে সটোর শাখা সত্তরাধিকি। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নামাযকে ঈমান হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাঁর এ বাণীতে: “আর আল্লাহ তও তমোদের ঈমান (নামায) নষ্ট করতে পারেন না। আল্লাহ নসিন্দহে মানুষের প্রতি অত্যাচার স্নেহপরায়ণ, পরম দয়ালু।”[সূরা বাকার, ২:১৪৩] তাফসিরিকারগণ বলেন: ‘তমোদের ঈমান’ মানে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে তমোদের নামায। কেননা সাহাবায়েরোম কাবা অভিমুখী হয়ে নামায আদায় করার আগে মসজিদে আকসার দিকে ফিরে নামায আদায় করার প্রতি আদর্শ ছিল।